দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

অবহেলিত টঙ্গী

শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি হয়নি ।। প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা

।। মোঃ মাহবুবুল আলম ।।

টঙ্গীর প্রায় তিন লক্ষাধিক জনসাধারণের জন্য এখনো পর্যাপ্ত শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও নানা সমস্যায় ডুবে রয়েছে।

এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ। স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী ও পেশাজীবীরা উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহনে অক্ষম হয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তানদের লেখাপড়া থেকে বিরত রাখছে। এখনো উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। টঙ্গীতে ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া ৩টি রেজিস্টার্ড ও ৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নেই পানি ও টয়লেট ব্যবস্থা। টঙ্গী থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে নেই পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। এখনো থানা শিক্ষা অফিসের কোন নিজস্ব ঘর হয়নি। ভাড়া বাড়িতে অফিসের কাজ চালাতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্ভিস বই দীর্ঘ ৮/১০ বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। থানা শিক্ষা অফিসের হয়রানির শিকার হচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা– এ অভিযোগ করেছে স্বয়ং শিক্ষক সমিতি। টঙ্গীতে ১৪টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এদের মধ্যে ২টি বিটিএমটিসি পরিচালিত, ১টি বিজেএমসি পরিচালিত, ১টি প্রাইভেট কারখানা পরিচালিত, ৯টি বেসরকারি ও ১টি সরকারি। সরকারি হাইস্কুলটি বাস্তুহারা পুনর্বাসন কেন্দ্রের ছিন্নমূল বাসিন্দাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে বৃহত্তর টঙ্গীর জনসাধারণ এতে কোনভাবেই উপকার পাচ্ছে না। টঙ্গীতে পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতাসম্পন্ন কোন সরকারি হাই স্কুল এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। থানা পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি হাইস্কুল থাকার বিধান রয়েছে কিন্তু টঙ্গী এখনো পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক থানা না হবার কারণে এখানে থানাভিত্তিক কোন সুযোগ প্রযোজ্য হয় না। টঙ্গীতে উচ্চ শিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ হচ্ছে টঙ্গী সরকারি কলেজ। ১৯৭২ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠা হবার পর ১৯৮৮ সালে তা সরকারিকরণ করা হয়। সরকারিকরণের পর কলেজের ২টি একাডেমিক ভবন ও অফিস ভবন পাকা করা ছাড়া আর তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। কলেজটি নানা সমস্যায় ডুবে আছে। এক চিলতে জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কলেজের বড় সমস্যা হচ্ছে জায়গা। জায়গার অভাবে কলেজের প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ ও খেলার মাঠসহ আবাসিক সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে না। কলেজের কোন খেলার মাঠ নেই। নেই প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রাবাস, অধ্যক্ষের নিবাস, স্টাফ কোয়ার্টার ও ছাত্রছাত্রী কমনরুম। প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত টিনের তৈরি ঘরে স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় ছাত্র–ছাত্রীদের ক্লাস করতে হয় এখনো। কলেজের বিজ্ঞান ভবন সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় আসবাব–পত্রের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। কলেজের পাঠাগার সমস্যা দীর্ঘ–দিনের। পাঠাগার কক্ষ ও প্রয়োজনীয় বই নেই। কলেজের ছাত্রাবাস না থাকায় দূরের ছাত্রছাত্রীদের ভাড়া বাড়িতে অথবা লজিং থেকে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। স্টাফ কোয়ার্টার না থাকায় শিক্ষক ও অন্য কর্মচারীদের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে ক্লাস নিতে হচ্ছে। কলেজের জায়গা না থাকায় শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। আর এ কারণে পরীক্ষা চালানোর সময় কলেজকে বাধ্য হয়ে নিকটস্থ দু' তিনটি স্কুলের শ্রেণীকক্ষ ব্যবহার করতে হয়। এমনকি বিভিন্ন স্কুল বন্ধ করে তাদের শিক্ষক দিয়ে কলেজের পাবলিক পরীক্ষা সম্পাদন করতে হয়। ১৯৯৬–৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই কলেজে মানবিক বিভাগের ৭টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স ও বাণিজ্য বিভাগে ২টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স এবং ১৯৯৭–৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঐ বিষয়গুলোতে অনার্স কোর্স চালু করা হবে। এলাকাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টঙ্গী সরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুর ঘোষণা দেবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিবে কলেজের স্থান, আসবাবপত্র ও শিক্ষক নিয়ে। প্রতি বিষয়ে এখন ৪ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক সংখ্যা বিষয় প্রতি ১২ জন করা, শিক্ষক নিবাস তৈরি, স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠাগার, যানবাহন ব্যবস্থা, বিজ্ঞানাগার সম্প্রসারণসহ আরো একা–ডেমিক ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব করতে যে জমির প্রয়োজন কলেজের তা নেই। তবে কলেজের দখলে ৬ একর জমি রয়েছে, যার প্রকৃত মালিক বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন। সাবেক আদমজী পাটকল এই জমিটি কিনে অকেজো অবস্থায় ফেলে রেখেছে। অব্যবহৃত এই জমিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের অনুমতিক্রমে নিজেদের দখলে এনে কলেজের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু জমিটি কাগজপত্রে কলেজের সম্পত্তি না হবার ফলে কর্তৃপক্ষ এখানে কোন নির্মাণকাজ করতে পারছেন না। দীর্ঘদিন ধরে জমিটি নিয়ে টঙ্গী পৌরসভা, টঙ্গী সরকারি কলেজ ও বিজেএমসি'র মধ্যে মামলা চলছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের স্বার্থে অব্যবহৃত এ জমিটি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করেছেন। জমিটি কলেজকে হস্তান্তর করলে এলাকার উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। টঙ্গীর বেসর–কারি হাইস্কুলগুলোতে নানা সমস্যা বিরাজমান। শুধুমাত্র ছাত্র বেতনে এসব স্কুলের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বার্ষিক উন্নয়নের স্বার্থে স্কুলগুলোকে ব্যাপক হারে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হয়। স্কুলের আয় দিয়ে শিক্ষক বেতনই ঠিকমতো হয় না। বেসরকারি স্কুলের কাঠামোগত উন্নয়নে সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি প্রয়োজন। বেসরকারি স্কুলগুলোতে নেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সেনিটেশন ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানাগার। টঙ্গীর অধিকাংশ স্কুলের ছাত্রছাত্রী এখনো অণুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যন্ত দেখেনি। পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাবে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। বেসরকারি স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তি, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক বেতন সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতি–মালা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে শিক্ষা–ক্ষেত্রে বৈষম্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে আঘাত করবে।